আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: ফেনী

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ১৭ জুন, ২০২০ **বুলেটিন নং ১৫৫**	**১৭ জুন হতে ২১ জুন, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন**

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (১৩ জুন হতে ১৬ জুন, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	১৩ জুন	১৪ জুন	১৫ জুন	১৬ জুন	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	২৮.০	১১.০	২৩.০	১৪.০	১১.০-২৮.০ (৭৬.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩০.০	৩৩.৫	৩২.৭	৩৩.৫	৩০.০-৩৩.৫
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৬.০	২৬.২	২৬.৩	২৫.০	২৫.০-২৬.৩
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮০.০-৯৬.০	৬৮.০-৯২.০	৬৯.০-৯৬.০	৭০.০-৯৬.০	৬৮-৯৬
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯	৩.৭	৭.৪	৫.৬	১.৮৫-৭.৪
মেঘের পরিমান (অক্টা)	৮	৬	৭	৭	৬-৮
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস
১৭ জুন হতে ২১ জুন, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-৯৮.৫ (২১৪.১)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩০.৫-৩২.২
সর্বনিমণ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৭.১-২৭.৪
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮৪.০-৯৬.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	৬.৫-৮.২
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘাচ্ছন্ন আকাশ
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/ দক্ষিণ -পশ্চিম

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) প্রতিরোধ ও এর প্রার্দুভাব নিয়ন্ত্রণে কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বিশেষ পরামর্শ: পরিপক্ক ফসল সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং অন্যান্য কৃষিকাজ করার সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন ও সামাজিক দূরত্ব (পরস্পরের মধ্যে কমপক্ষে ৩ফুট দূরত্ব) বজায় রাখুন । করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঝুঁকি হ্রাসে সকলে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশনা গুলো অনুসরণ করুন।

মুখ্য আবহাওয়া পরিস্থিতি:
মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে প্রবল অবস্থায় রয়েছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার অনেক জায়গায় অস্থায়ী দমকা /ঝড়ো হাওয়া সহ হালকা থেকে মাঝারী ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে কোথাও কোথাও ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। দিন এবং রাতের তাপমাত্রা (১-২) ডিগ্রী সে: হ্রাস পেতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘন্টায় বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি অব্যাহত থাকতে পারে।

বিস্তারিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ নীচে দেওয়া হলো।

ভারী হতে অতি ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

- সেচ, সার ও বালাইনাশক প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
- পরিপক্ক সবজি ও উদ্যানতাত্বিক ফসল দ্রুত সংগ্রহ করে শুকনো ও নিরাপদ স্থানে রাখুন অথবা ভারী বর্ষণ পর্যন্ত ফসল সংগ্রহ থেকে বিরত থাকুন।
- জমিতে যেন পানি জমে থাকতে না পারে সেজন্য নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন।
- আউশ ধানের জমির আইল উচুঁ করে দিন যাতে ভারী বৃষ্টি দন্ডায়মান গাছের ক্ষতি করতে না পারে। দন্ডায়মান ফসল এবং সবজিতে খুঁটির ব্যবস্থা করুন।
- পুকুরের চারদিক জাল দিয়ে ঘিরে দিতে হবে যাতে ভারী বৃষ্টিপাতের কারনে মাছ পুকুর থেকে বের হয়ে যেতে না পারে।

আউশ ধান:
রিকভারী থেকে কুশি পর্যায়

- পানির স্তর ৩-৪ ইঞ্চি বজায় রাখুন।
- রোগবালাইয়ের উপস্থিতি সনাক্ত করার জন্য বিশেষ করে ধানের ব্লাস্ট, গান্ধিপোকা,মাজরা পোকা দমনে মাঠ পরিদর্শন করতে হবে। আক্রমণ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- আউশ ধানে পানি নেমে যাওয়ার ৫-৭ দিন পর গ্যাপ ফিলিং করে পটাশ সার এবং তার ৩-৫ দিন পর ইউরিয়া সারের উপরি প্রয়োগ করুন। ধান আগাম কুশি বের হওয়া পর্যায়ে থাকলে এখনই ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা যাবে না। ৫-৭ দিন পর প্রয়োজন হলে কুশি ভেঙে গ্যাপ ফিলিং করে ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে। তবে এখন সব ধরনের জমিতেই বিঘা প্রতি অতিরিক্ত ৫ কেজি পটাশ সার ব্যবহার করা ভাল।
- যদি থ্রিপস ও সবুজ পাতা ফড়িং এর সংখ্যা ২৫% এর বেশী হয় তাহলে ১ লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ম্যালাথিয়ন গ্রুপের বালাইনাশক প্রয়োগ করতে হবে ।
- উদ্ভিদ সংরক্ষণের কাজগুলো বৃষ্টিপাতের পর করুন।

আমন ধান:

- বীজতলা প্রস্তুত করুন।

- বীজ বপনের পূর্বে ডাইথেন এম-৪৫ দিয়ে বীজ ভালোভাবে শোধন করে নিন।
- ভারী বৃষ্টি এবং বন্যার কারনে চারা গাছের ক্ষতিপূরণে কমিউনিটি বীজতলা প্রস্তুত করুন।

সবজি:

- অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশন করুন।
- ফলন বাড়ানোর জন্য লাউ এবং পটলে হাত দ্বারা পরাগায়ন করা যেতে পারে। গাছের বয়স্ক পাতাগুলো তুলে ফেলুন।
- পচন রোধ করতে সব্জির গোড়া ও কান্ডে লেগে থাকা কর্দমাক্ত মাটি পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। কপার হাইড্রোক্সাইড অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড @৪গ্রাম/লিটার পানির সাথে মিশিয়ে স্প্রে করা যেতে পারে।
- ঢলে পড়া গাছ বিশেষ করে টমেটো, মরিচ এবং বেগুন গাছ খুঁটির সাহায্যে সোজা করে দিন।
- পরিপক্ক সব্জি দ্রুত সংগ্রহ করে ছায়াযুক্ত স্থানে রাখুন।

উদ্যান ফসল:

- কলায় সিগাটোকা লীফ স্পট রোগের আক্রমণ দেখা দিলে বেশী আক্রান্ত পাতা কেটে সরিয়ে ফেলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি প্রোপিকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ঝড়ো হাওয়ার কারণে ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য কলাগাছ, ফলের ছোট গাছ ও সবজিতে খুঁটির ব্যবস্থা করুন, আখের ঝাড় বেঁধে দিন।
- আবহাওয়ার বর্তমান পরিস্থিতিতে নারিকেলের বাড রট রোগ দেখা দিতে পারে। ১% বোর্দো মিক্সচার প্রয়োগ করুন।
- ফল বাগান থেকে অতিরিক্ত পানি নিষ্কাশনের জন্য নিষ্কাশন নালার ব্যবস্থা রাখুন।

পাট:

- পাটের জমি আগাছা মুক্ত রাখুন।
- সেমিলুপার আক্রমণ করলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে রৌদ্রজ্জল দিনে স্প্রে করতে হবে।
- রোগবালাইয়ের উপস্থিতি সনাক্ত করার জন্য নিয়মিত মাঠ পরিদর্শন করুন। আক্রমণ সনাক্ত হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করুন।
- বিছা পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে।
  আক্রমণ দেখা দিলে -
  - ❖ ডিম সংগ্রহ করে ধ্বংস করে ফেলতে হবে
  - ❖ আলোক ফাঁদ ব্যবহার করতে হবে
  - ❖ প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে ইমিডাক্লোরোপিড/ক্লোরোসাইরিন/নাইট্রো মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে।

পান:

- পান এখন বাড়ন্ত পর্যায়ে আছে পানের বরজের যত্ন নিন। প্রয়োজনে শক্ত বেড়ার ব্যবস্থা করুন।
- তীব্র বাতাস এবং শিলা বৃষ্টিতে যাতে ফসল ক্ষতিগ্রস্থ না হয় সেজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিন।
- পানের গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে ১% বর্দোমিক্সচার ১ মাস অন্তর প্রয়োগ করুন।
- উদ্ভিদ সংরক্ষণের কাজগুলো বৃষ্টিপাতের পর করুন।

গবাদি পশু:

- গবাদিপশুকে পর্যাপ্ত পরিমানে ভিটামিন, মিনারেল সমৃদ্ধ খাবার এবং বিশুদ্ধ পানি খেতে দিন।
- ভারী বৃষ্টিপাতের সময় গবাদি পশুকে ছাউনির নীচে রাখুন।
- গবাদি পশু উঁচু ও পরিষ্কার জায়গায় রাখুন।

- বজ্রসহ বৃষ্টির সময় গবাদি পশুকে বাইরে বের হতে দেওয়া যাবে না।
- পশুর থাকার জায়গার মেঝেতে যেন পানি জমে না থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- গবাদি পশুকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষজ্ঞের পরামর্শক্রমে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন এবং কৃমিনাশক খেতে দিন।
- এসময় গবাদি পশুর প্রতি অধিক যত্নবান হউন।

হাঁসমুরগী:

- হাসঁ-মুরগীকে বিভিন্ন রোগ থেকে রক্ষার জন্য নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- হাঁসমুরগীকে নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমানে পুষ্টিকর খাবার এবং বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ করুন।
- হাঁসমুরগীর থাকার জায়গাতে পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করুন।

মৎস্য:

- পুকুরের চারধার ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকলে মেরামত করে নিন।
- মাছের প্রজনন বৃদ্ধি ও অন্যান্য পরামর্শ এর জন্য নিকটস্থ মৎস্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করুন।
- পুকুরে মাছের পোনা ছাড়ার এখনই উপযুক্ত সময়। উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তার সাথে পরামর্শক্রমে অনুমোদিত উৎস থেকে উপযুক্ত মাছের রেণু সংগ্রহ করুন।